দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 SEP 1987

পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

৭৩ দিন পর আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবে

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

আজ (রবিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র, শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীদের এক যৌথ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইবে। বেলা ১১টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিতব্য এই সমাবেশে ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান বক্তৃতা করিবেন। সমাবেশ শেষে ক্যাম্পাসে একটি মৌন মিছিল বাহির করা হইবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও অফিসসমূহ বেলা

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবে

(১ম পৃঃ পর)

১১টা হইতে দেড়টা পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। উল্লেখ্য, ৭৩ দিন বন্ধ থাকার পর আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ শুরু হইতেছে। তবে ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস শরৎকালীন ছুটি দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপুজা উপলক্ষে পুনরায় বন্ধ থাকিবে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানাইয়া পৃথক বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। জাতীয় ছাত্রলীগ বিবৃতিতে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের নীতিমালা মানিয়া চলার আহ্বান জানাইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট বিবৃতিতে শিক্ষা জীবন ধ্বংসের যে কোন চক্রান্ত মোকাবিলার জন্য গণতন্ত্রের সপক্ষের সকল শক্তির ভূমিকা কামনা করিয়াছে। ছাত্রলীগ (জলিল-লুৎফর) বিবৃতিতে বলিয়াছে, যাহাদের স্বার্থে ও প্ররোচনায় বিশ্ববিদ্যালয় বার বার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় তাহাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে। ছাত্রলীগ (আজিজ-মীরাজ) বিবৃতিতে ক্ষুদ্র স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, কোটারী স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক স্বার্থকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে।

রাজশাহী ভার্সিটিতে আচরণ বিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একটি আচরণবিধি ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে কর্তৃপক্ষকে অস্ত্রধারী যে কাহাকেও বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী শাস্তিদানের এবং যেকোন বেআইনী কার্যকলাপ মোকাবিলায়

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

রাজশাহী ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ডাকার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

বাসস জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়টির ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর এম এ রকিব গতকাল (শনিবার) ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী ও স্থানীয় রাজনীতিকদের এক যৌথসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই আচরণ বিধি ঘোষণা করেন। সিণ্ডিকেট বৃহস্পতিবার এ বিধি অনুমোদন করেন।

এ বিধিতে মিছিল, শ্লোগান এবং শ্রেণীকক্ষ ও পরীক্ষার হলের কাছে লাউডস্পীকার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মেধার ভিত্তিতে আবাসিক হল বরাদ্দের এবং বহিরাগতদের হলে অবস্থান করিতে না দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।